শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ ৬ দফা দাবিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১২ মে অনুষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দিনব্যাপী কনভেনশনের উদ্বোধন করেন বিচারপতি গোলাম রব্বানি। এর পর একটি সুসজ্জিত মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে দুপুর সাড়ে ১২ টায় টিএসসি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের ২৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সংকট, তার কার্যকারণ ও এ সমস্যা সমাধানে উত্থাপিত দাবিনামা এবং এ দাবিনামা বাস্তবায়নে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কনভেনশনের ২য় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ টায়। এ অধিবেশনে আলোচনা করেন বিচারপতি গোলাম রব্বানি, অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, অধ্যাপক আকমল হোসেন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেজাই করিম খন্দকার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমীর হোসেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক শরিফা সালোয়া ডিনা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মারুফুল ইসলাম। দৈনিক সমকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আবু সাঈদ খাঁন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। প্রগতিশীল প্রকৌশলী ও স্থপতি ফোরামের আহ্বায়ক প্রকৌশলী হারুন আল রশীদ। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আকম জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

এ কনভেনশন আয়োজনের পুর্বে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার্থী-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিজস্ব দাবিনামা প্রণীত হয়েছে। এ দাবিনামা বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিক আন্দোলনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাসমূহের আক্রমণ মোকাবেলার জন্য দীর্ঘ দিনের সমন্বিত আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কনভেনশন'। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জনার্দন দত্ত নান্টু।

বিচারপতি গোলাম রব্বানি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কর্মীরা তাদের বিশ্বাসের মাধুরি মিশিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কী হওয়া জরুরি তার খোঁজে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।" তিনি বলেন, "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কনভেনশন শিরোনামে যে মতবিনিময়-আলোচনা সভা হবে তার মোটা দাগে শ্লোগানটি হচ্ছে – 'স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চাই'।

বিচারপতি রব্বানি বলেন, "স্বাধীনতা হচ্ছে তর্কের উর্ধ্বে একটি শর্ত যেটা ছাড়া ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব যুক্তিশীলতার প্রকাশ ঘটে না। শিক্ষকরা শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে সে-যুক্তিশীলতা অর্থাৎ একই মূল্যবোধে ও কৃষ্টিতে বিশ্বাসী যুক্তিশীল মন তৈরি করে থাকেন। অতএব শিক্ষকমণ্ডলী পেতে হলে ওই শ্লোগানটি –'স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চাই' – কার্যকর হওয়া জরুরি।"

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন "দফায় দফায় ছাত্র বেতন-ফি বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক বিভাগ ও কোর্স চালুসহ বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চমূল্যে সার্টিফিকেট বিক্রির দোকানে পরিণত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্প্রতি বিভিন্ন ফি কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। আমরা অবিলম্বে এ বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। এ চিত্র দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি বরাদ্দ দিন দিন কমছে। সরকার বলছে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নিজস্ব আয়ে চলতে হবে। প্রশাসন তা-ই বাস্তবায়নে তৎপর। ফলে প্রত্যেক বিভাগ তার একাডেমিক কার্যক্রমের চাইতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আহরণে বেশি ব্যস্ত। ফলে মৌলিক গবেষণা ও জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে না। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাণিজ্যিকীকরণ ও গবেষণাশুন্যতা, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ সরকারি হস্তক্ষেপ – এ দু'য়ে মিলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত ধারণাই বদলে দিচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর এ আক্রমণ শুধু বাংলাদেশেই নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ পরিস্থিতি বিরাজমান। কারণ, পুজিঁবাদ-সাম্রাজ্যবাদ গোটা দুনিয়াব্যাপী একই সংকটে জর্জরিত। এর বিরুদ্ধে সমন্বিত আন্দোলনও পরিচালিত হচ্ছে। শাসকশ্রেণী এ সংকটকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে বাধ্য করতে চায়। সে কারণে ধ্বংস করছে শিক্ষা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ-ঐতিহ্য।"

এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য চাই আদর্শিক বিকল্প শক্তি। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এ আদর্শিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। ছাত্র আন্দোলনের আদর্শিক ধারাকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান আলোচকবৃন্দ। কনভেনশনে নিম্নোক্ত ৬ দফা দাবিনামা বাস্তবায়নে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ দফা

১. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন কোর্স ও ডাবল শিফট্ চালুর মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে এক বেলা পাবলিক ও এক বেলা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত করার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির নামে ছাত্র বেতন-ফি বাড়ানো এবং ব্যয় সংকোচনের নামে ছাত্র অধিকার ও সুবিধাদি হরণ করা চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার বাণিজ্যিক কোর্স বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা চলবে না।

২. উচ্চশিক্ষা ধ্বংসের ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র ও আমব্রেলা এ্যাক্ট বাতিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. বাজেট ঘাটতি নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারি বরাদ্দ বাড়াতে হবে। লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, সেমিনার, পরিবহন, ডাইনিং, হেল্‌থ সেন্টার ও নতুন হল নির্মাণ ও উন্নয়ন, নতুন নতুন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুসহ শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও দখলদারিত্ব মুক্ত করতে হবে। সন্ত্রাস-লাঞ্ছনা-ধর্ষণ ও চাঁদাবাজির সাথে জড়িতদের একাডেমিক ও রাষ্ট্রীয় আইনে বিচার করতে হবে। শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ক্রিয়াশীল সকল গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে পরিবেশ পরিষদ গঠন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে।

৫. সেশনজট নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু করতে হবে। প্রশাসনের সকল স্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

৬. শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন-ভাতা, সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ন্যায্য দাবি মানতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কনভেনশনের ঘোষণা

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধ, স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ৬ দফা দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আয়োজিত এই কনভেনশন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাণিজ্যিকীকরণ, স্বায়ত্তশাসন হরণ এর অপচেষ্টা প্রতিহত করা ও শিক্ষা-গবেষণা খাতে বর্ধিত বরাদ্দের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচী পালিত হয়েছে। সমন্বিতভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি সভা, ছাত্র-শিক্ষক- জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কনভেনশন নিম্নোক্ত কর্মসূচী ঘোষণা করছে।

১. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অভিন্ন সংকটের চিত্র ও কার্যকারণ তুলে ধরে এবং শিক্ষাবিদদের মতামত যুক্ত করে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে।
২. কেন্দ্রীয় কনভেনশনের ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কনভেনশন আয়োজন করা।
৩. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক নিজস্ব দাবিনামা প্রস্তুত এবং স্বাক্ষর সংগ্রহ-স্মারকলিপি পেশ-মানববন্ধন-সংহতি সমাবেশ-অবস্থান ধর্মঘট-ঘেরাওসহ ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে ।

ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধ ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলা এবং ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা।